Bengali Honours

Semister – II

202-BNGH-C-4

বাংলা ছন্দ

'ছন্দ' নিয়ে আজ পঞ্চম ক্লাস। প্রথম ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম — ছন্দের সাধারণ পরিচয়, ছন্দের পরিভাষা 'দল' ও 'মাত্রা' নিয়ে। দ্বিতীয় ক্লাসে 'যতি', 'ছেদ', পর্ব, নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তৃতীয় ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম পঙক্তি, ছত্র, স্তবক, চরণ, লয় নিয়ে। চতুর্থ ক্লাসে বাংলা ছন্দের শ্রেণি বিভাগ এবং 'দলবৃত্ত ছন্দ' নিয়ে আলোচনা করেছিলাম।

আজ আমরা বাংলা ছন্দের 'কলাবৃত্ত ছন্দ' ধারা নিয়ে আলোচনা করব।

বাংলা ছন্দঃ কলাবৃত্ত ছন্দ বা সরলবৃত্ত ছন্দ

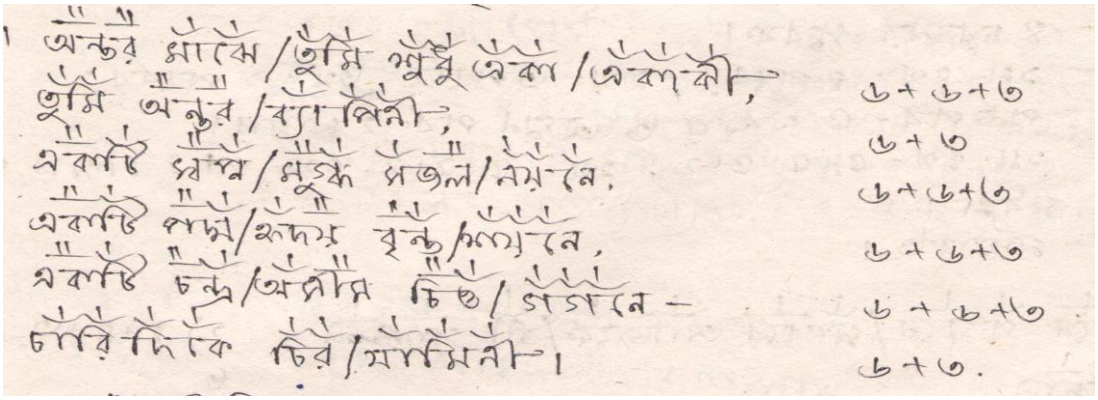

উপরের উদাহরণটি 'কলাবৃত্ত ছন্দে'র।

উদাহরণটি থেকে আমরা খুঁজে নেব 'কলাবৃত্ত ছন্দে'র বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি এবং এই ছন্দের সাধারণ পরিচয়ে কি বলা যেতে পারে।

ক) ছন্দ নির্ণয়ে ছত্র, পঙক্তি বা চরণ সংখ্যা কখনো মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত হয় না। তাই কবিতার উদ্ধৃতিতে কতগুলি ছত্র, পঙক্তি বা চরণ আছে সেই পরিচয়টি এহোবাহ্য।

খ) একটি ছত্র, পঙক্তি বা চরণে কতগুলি পর্ব থাকবে — তাও ছন্দ নির্ণয়ে অপ্রধান পরিচয়।

গ) ছত্র, পঙক্তি বা চরণকে পর্বে বিন্যস্ত করে মাত্রা দিয়ে তার দৈর্ঘ্য চিহ্নিত হয় — এই পর্বের দৈর্ঘ্য এবং মাত্রা গণনা পদ্ধতি প্রতিটি ছন্দের মৌলিক পরিচয়।

উপরের উদ্ধৃতিটিতে দেখা যাচ্ছে পূর্ণপর্ব (৪ মাত্রা বা তার বেশি মাত্রার পর্ব) ৬ মাত্রা বিশিষ্ট — অর্থাৎ 'কলাবৃত্ত ছন্দে'র পূর্ণপর্ব ৬ মাত্রার হয়ে থাকে। তৎসহ ৪ মাত্রা, ৫ মাত্রা ও ৭ মাত্রার পূর্ণপর্বও এই ছন্দের মৌলিক বৈশিষ্ট্যে দেখা যায়।

ঘ) ছন্দ নির্ণয়ে সব থেকে গুরুত্ব পূর্ণ মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল — মাত্রা গণনা পদ্ধতি। উপরের উদাহরণে দেখা যাচ্ছে —

মুক্ত দলের দৈর্ঘ্য হ্রস্ব বা অপ্রসারিত — ১ মাত্রা

রুদ্ধ দলের দৈর্ঘ্য প্রসারিত — ২ মাত্রা।

প্রসঙ্গত সব ক্ষেত্রে মুকত দলে ১ মাত্রা এবং রুদ্ধ দলে ২ মাত্রা ধরা হবে এমন নয় — প্রসারিত হলেই (মুক্ত বা রুদ্ধ দল) ২ মাত্রা এবং অপ্রসারিত বা হ্রস্ব হলেই দলে ১ মাত্রা ধরা হয়। উচ্চারণের এই হ্রস্ব বা দীর্ঘ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে 'কলাবৃত্ত ছন্দ'-কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে —

অ) প্রাচীন কলাবৃত্ত ছন্দ এবং
আ) আধুনিক কলাবৃত্ত ছন্দ।

কেবলমাত্র মাত্রা গণনা পদ্ধতির ভিত্তিতে এই দুই উপশ্রেণি গড়ে উঠেছে। তাছাড়া এই দুই উপশ্রেণিতে কলাবৃত্ত ছন্দের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি একই।

অ) প্রাচীন কলাবৃত্ত ছন্দ — প্রসারিত বা দীর্ঘ উচ্চারিত দল (মুক্ত বা রুদ্ধ) — ২ মাত্রা
অপ্রসারিত বা হ্রস্ব উচ্চারিত দল (মুক্ত বা রুদ্ধ) — ১ মাত্রা।

যেমন —

কা আ / তরুবর / ৪+৪

পঞ্চবি / ডাল ৪+৪

আসলে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগ পর্বের সাহিত্য পাঠ নয় গানের মাধ্যমে পরিবেশন বা আস্বাদন করা হত। তাই গানের তান অনুসারে মুক্তদল বা রুদ্ধদল নির্বিশেষে হ্রস্ব উচ্চারিত হলে ১ (এক) মাত্রা এবং দীর্ঘ উচ্চারিত হলে ২ (দুই) মাত্রা ধরা হয়। যেমন —

কন্টক গাড়ী কমলসম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।।

আ) আধুনিক কলাবৃত্ত ছন্দ - 'কলাবৃত্ত ছন্দে'র সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিই এই উপশ্রেণির বৈশিষ্ট্য।

ঙ) লয় — এই বৈশিষ্ট্যটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য নয়। তবে ছান্দসিক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় 'মাত্রাবৃত্তে'র 'লয়'কে 'মধ্যম' বলে অভিমত দিয়েছেন। যেমন —

অবারিত মাঠ ~ / গগন ললাট ~ / চুমে তব পদ~ঃধূলি ৬+৬+৬+২

ব্যক্তিক্রমঃ 'লয়'কে এই বৈশিষ্ট্যকে প্রধান লক্ষণগুলির মধ্যে অনেক ছান্দসিক গণ্য করেননি। যেমন —

ক) 'ধীর লয়ে'র 'সরলবৃত্ত ছন্দ' —

প্রেম এসেছিল ~ / চলে গেলো সে যে ~ / খুলি দ্বার ~ ৬+৬+৪

আর কভু আসি~ঃবেনা ~ ৬+২

খ) 'দ্রুত লয়ে'র 'সরলবৃত্ত ছন্দ' —

কথা বলছিল ~ / সাদা তিন বুড়ি ~ ৬+৬

সাবেক কালের ~ / প্রথায় ~ ৬+৩

চ) 'কলাবৃত্ত ছন্দে' 'রুদ্ধ দল' অপেক্ষা 'মুক্ত দলে'র বেশি প্রাধান্য দেখা যায়।

ছ) এই ছন্দে 'অতিপর্ব' এবং 'অপূর্ণ পর্বে'র আধিক্য দেখা যায়।

জ) এই ছন্দে 'ধ্বনিঝংকার' দেখা — তাই ছান্দসিক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ছন্দটির নামকরণ করেছেন 'ধ্বনিপ্রধান ছন্দ'।

উপরে উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ করে পাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি —

বাংলা ছন্দের যে রীতিতে ‘দল’ ও ‘মাত্রা’র প্রতিসম্পর্ক সরল প্রকৃতির — অর্থাৎ ‘মুক্ত দল’ এক মাত্রা এবং ‘রুদ্ধ দল’ দুই মাত্রা দৈর্ঘ্যে গঠিত হয়, ‘পূর্ণপর্ব’ ৪/৫/৬/৭ মাত্রার ধ্বনিক্রমে আবর্তিত হয়, ‘মধ্যম লয়’ আশ্রিত (অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়) এবং ধ্বনিঝংকার সমন্বিত হয়ে ছন্দ সৌন্দর্্য সৃষ্টি করে, তাকে ‘সরলবৃত্ত ছন্দ’ বলা হয়।

∇ **বিভিন্ন নামকরণঃ**

ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন ‘মাত্রাবৃত্ত’, ‘সরল কলাবৃত্ত > কলাবৃত্ত’,
অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ‘ধ্বনিপ্রধান ছন্দ’,
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘সাধু নতুন ছন্দ’,
পবিত্র সরকার ‘সরলবৃত্ত < সরল কলা বৃত্ত’,
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ‘হৃদ্যা’ ইত্যাদি।

নমুনা প্রশ্নঃ ধ্বনিপ্রধান ছন্দের পরিচয় দাও এবং এই ছন্দের অন্যান্য নামগুলি কি বল। এই ছন্দের বৈশিষ্ট্যগুলি উপযুক্ত উদাহরণসহ আলোচনা করো।

নমুনা প্রশ্নঃ উদাহরণ দিয়ে ধ্বনিপ্রধান ছন্দের প্রাচীন ও আধুনিক বৈচিত্র্য বুঝিয়ে দাও এবং এই ছন্দের বৈশিষ্ট্যগুলি নির্মাণ কর।